بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে হুদায়বিয়া সন্ধির ঘটনা এবং বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দোয়ার ঘোষণা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ২২ নভেম্বর, ২০২৪ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। এ সম্পর্কে বুদাইল বিন ওয়ারকা খুযাঈ এবং আরও কয়েকজন কুরাইশ প্রতিনিধির মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহ্‌মদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) হুদায়বিয়া পৌঁছে শিবির স্থাপন করেন সেখানে খুযাঈ গোত্রের নেতা বুদাইল বিন ওয়ারকা কিছু সহচর পরিবৃত হয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সমীপে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়ে বলে, মক্কার নেতারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে আর তারা কোনোভাবেই আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। মহানবী (সা.) বলেন, আমরা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে আসি নি, বরং কেবলমাত্র উমরাহ্‌র অভিপ্রায়ে এসেছি। পরিতাপ! এতদ্‌সত্ত্বেও কুরাইশরা যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করে মক্কাকে ছারখার করে দিচ্ছে। তথাপি তারা ক্ষ্যান্ত হচ্ছে না। আমি তাদের সাথে আপোষ করার জন্য প্রস্তুত। তারা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করে আমাকে অন্যান্য মানুষদের জন্য স্বাধীন ছেড়ে দিক। কিন্তু তারা যদি আমার এই পরামর্শকে অস্বীকার করে যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত রাখে, তবে সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! অতঃপর এ রাস্তায় আমার মৃত্যু অথবা খোদা আমাকে বিজয় প্রদান না করা পর্যন্ত আমি যুদ্ধ হতে পিছুপা হব না। তাদের প্রতিপক্ষতায় আমার মৃত্যু হলে তো কাহিনী শেষ, কিন্তু যদি খোদা আমাকে বিজয় দান করেন এবং আমি যে ধর্ম নিয়ে এসেছি তা বিজয়ী হয়, তাহলে মক্কাবাসীদের ঈমান আনয়নে দোদুল্যমানতা দেখালে চলবে না। আঁহযরত (সা.) এর আন্তরিকতা ও ব্যাথাতুর বক্তৃতা বুদাইলকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সে মক্কায় পৌঁছে কুরাইশ নেতাদের কাছে মহানবী (সা.)-এর প্রস্তাব উপস্থাপন করে। এ কথা কথা শুনে মক্কার অধিকাংশ

নেতা সন্ধি করতে অস্বীকার করে। তবে সাকীফ গোত্রের সম্ভ্রান্ত নেতা উরওয়া বিন মাসঊদ কুরাইশের পক্ষ থেকে মহানবী (সা.)-এর সাথে আরও বিস্তারিত আলোচনার অনুমতি নিয়ে তাঁর (সা.) কাছে উপস্থিত হয়। সে মহানবী (সা.) ও সাহাবাগণকে (রা.) মক্কাবাসীদের হতে ভয় দেখাতে চেষ্টা করে। অতঃপর উরওয়া মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের মাঝে তাঁর (সা.) প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা লক্ষ্য করে। সে দেখে, যখনই মহানবী (সা.) থুথু ফেলেন সাহাবীগণ তা হাতে নিয়ে নিজেদের শরীরে মেখে নেন। যখনই তিনি (সা.) কোনো নির্দেশ দেন সাহাবীগণ (রা.) তৎক্ষণাৎ তা পালন করেন। যখন তিনি (সা.) ওযু করেন সেই ওযুর পানি সংগ্রহের জন্য তারা সবাই কাজে লেগে পড়েন, এমনকি তাঁর একটি চুলও তারা মাটিতে পড়তে দেন না। এছাড়া মহানবী (সা.)-এর সামনে তারা ক্ষীণস্বরে কথা বলেন এবং তাঁর সম্মানের কারণে তারা চোখে চোখ রেখে তাঁর দিকে তাকাতেন না। এরপর উরওয়া মক্কায় মুশরিকদের কাছে গিয়ে বলে, হে আমার ভাতৃবৃন্দ! আমি দূত হিসাবে রাজদরবারে গিয়েছি, রোম, পারস্য ও নাজ্জাশীর দরবারে গিয়েছি। আল্লাহ্‌র কসম! আমি কোনো বাদশাহ্‌র জন্যও তাঁর অনুসারীদের মাঝে এতটা ভালোবাসা দেখিনি, যতটা মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাঁর সাহাবীদের মাঝে দেখেছি। হুযুর আনোয়ার(আই.) বিশ্লেষণ করে বলেন, কোথায় সে এসেছিল কাফেরদের পক্ষ থেকে মুহাম্মদ (সা.)ভয় দেখাতে, আর যখন সে এই দৃশ্য দেখে, তখন সে প্রভাবিত হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে সে ফিরে গিয়ে এই সব কিছুই কাফেরদের মাঝে বর্ণনা করে।

এরপর আহাবিশের সরদার হালীস বিন আলকামা কেনানী কুরাইশদের প্রতিনিধিস্বরূপ মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে যায় এবং রসূল করীম (সা.) তাকে দূর থেকে দেখে বলেন, ইনি অমুক গোত্রের মানুষ যারা কুরবানীর পশুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে থাকে এবং সাহাবীদের বলেন, তাকে দেখানোর জন্য কুরবানীর পশু সামনে নিয়ে আস। এ দেখে সে বলে ওঠে, সুবহানাল্লাহ্! তাদেরকে বায়তুল্লাহ্‌তওয়াফ করা থেকে বাঁধা প্রদান করা উচিত হবে না। আল্লাহ্ তা'লা এর অনুমতি প্রদান করেন নি যে, লাখুম, জুযাম, কেন্দাহ্ ও হিমিয়ার গোত্রগুলি হজ্জ করবে আর আব্দুল মুত্তালিবের বংশধরকে বায়তুল্লাহ্‌তে প্রবেশে বাঁধা প্রদান করা হবে। কাবার প্রভুর কসম! কুরাইশ ধ্বংস হয়ে যাবে। কেননা নিঃসন্দেহে তারা উমরাহ্ করতে এসেছে। এ কথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! হে বনু কেনানার ভাই! এ কথাই সত্য। এই সমস্ত বিষয় বর্ণনার পর কুরাইশরা তাকে বেদুইন আখ্যা দিয়ে তার স্বচক্ষে দেখা বিষয়কে আঁহযরত (সা.) এর চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র বলে ঘোষণা করে। নাউযুবিল্লাহ্। এই অভিযানে হযরত কা'ব বিন উ'যরাহ্‌র ইহরাম রত অবস্থায় কোন অসুবিধার ক্ষেত্রে মাথা মুন্ডন করে ইহরাম খোলার উল্লেখ পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে কুরাইশের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দূত আগমনের উল্লেখও পাওয়া যায় যন্মধ্যে মিকরায বিন খাফসও অন্যতম। এই ব্যক্তি দূত হিসাবে আসলে মহানবী (সা.) তাকে বলেন, এই ব্যক্তি একজন প্রতারক এবং রেওয়াতে ফাজির বা প্রবঞ্চক শব্দের উল্লেখ রয়েছে। তিনি (সা.) তার নিকটও সেই বক্তব্য উপস্থাপন করেন যা উরওয়া ও বুদাইলের নিকট ব্যক্ত করেছিলেন। অতঃপর সেও তার সাথিদের নিকট ফিরে গিয়ে রসূল করীম (সা.) এর উপস্থাপিত বক্তব্য সম্পর্কে অবগত করে।

এর বিপরীতে মহানবী (সা.) এর খিরাশ বিন উমাইয়্যা (রা.)-কে কুরাইশের কাছে প্রেরণের ও তাঁর সঙ্গে অসদাচরণ ও হত্যার প্রচেষ্টার উল্লেখ পাওয়া যায়। যা'হোক, এভাবে কুরাইশরা শান্তি বিঘ্নিত

করার পাঁয়তারা করতে থাকে, কিন্তু মহানবী (সা.) বারবার ক্ষমা করে যাচ্ছিলেন। মক্কার কুরাইশরা আবেগে উদ্যমিত হয়ে মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের উপর আক্রমণ করার ছক কষে, এমনকি মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্রও করে। কিন্তু মুসলমানরা সতর্ক থাকায় তারা কোনো ক্ষতি করতে পারে নি। তথাপি মহানবী (সা.) তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দেন এবং বার বার সন্ধির প্রচেষ্টাই করতে থাকেন।

আল্লামা বাহিকী উরওয়াহ্‌র মাধ্যমে বর্ণনা করেন, এরপর মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে কুরাইশের কাছে যেতে বলেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! কুরাইশরা আমার শত্রুতা সম্পর্কে অবগত, তাই আমার প্রাণের আশঙ্কা রয়েছে আর বনু আদী বংশের এমন কেউ নাই যে আমার সুরক্ষা করবে। হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি আপনার নিকট এমন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করব, মক্কাবাসীদের কাছে আমার চেয়ে যার গ্রহণযোগ্যতা বেশি আর তাঁর বংশ অনেক বড়, যারা তাঁর সুরক্ষাও করবে এবং আপনার বাণী তাদের কাছে পৌঁছে দেবে। সেই ব্যক্তি হলেন, হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান (রা.)। অতএব, হযরত উসমান (রা.) দূত হিসাবে মক্কায় যান এবং কুরাইশ জনতার মাঝে আঁহযরত (সা.) এর বার্তা প্রেরণ করেন, কিন্তু কুরাইশরা নিজেদের জিদে অনঢ় থাকে যে, মুসলমানরা এ বছর মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না। কিন্তু, তুমি চাইলে একা উমরাহ্‌ করতে পারো। কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করে বলেন, মহানবী (সা.) মক্কার বাইরে বাঁধাগ্রস্ত হবেন আর আমি কা'বা তওয়াফ করব, এটি অসম্ভব। কিন্তু কুরাইশরা কোনমতেই তা মানতে চায়নি। অবশেষে তিনি নিরাশ হয়ে যখন ফেরত আসার প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন ঠিক সে সময় মক্কার দুষ্টু লোকদের মনে দুষ্টামির উদ্রেক হয়, হয়তো এভাবে এ বিষয়ে তারা অধিক লাভান্বিত হবে ভেবে হযরত উসমান (রা.) ও তাঁর সাথিকে মক্কায় আটকে দেয়। এদিকে মুসলমানদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, মক্কাবসীরা হযরত উসমানকে শহীদ করেছে। এ সংবাদ পৌঁছলে মহানবী (সা.) চরম ক্রোধান্বিত এবং গভীরভাবে ব্যথিত হন। মহানবী (সা.) তৎক্ষণাৎ সাহাবীদেরকে বাবলা গাছের নিচে একত্রিত করেন এবং বলেন, খোদার কসম! যদি এ কথা সত্য হয় তাহলে আমরা উসমানের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ না করা পর্যন্ত এ স্থান থেকে পিছু হটবো না। এরপর তিনি (সা.) সাহাবীদেরকে বলেন, এস আমার হাতে হাত রেখে (এটি ইসলামী বয়আতের পদ্ধতি) অঙ্গীকার কর যে, তোমাদের মাঝে কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না এবং নিজের জীবন চলে গেলেও কোনো অবস্থায় নিজের স্থান পরিত্যাগ করবে না। যখন বয়আত গ্রহণ চলছিল তখন মহানবী (সা.) নিজের বামহাত ডানহাতের উপর রেখে বলেন, এটি উসামানের হাত। কেননা তিনি যদি এখানে থাকতেন এই পবিত্র বয়আত হতে কখনো পিছুপা হতেন না। ইসলামী ইতিহাসে এটি 'বয়আতে রিজওয়ান' নামে খ্যাত অর্থাৎ, এই বয়আতের মাধ্যমে মুসলমানরা সেদিন খোদা তা'লার সন্তুষ্টির পুরস্কার অর্জন করেছিল। পবিত্র কুরআনে বিশেষভাবে এই বয়আতের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং নিশ্চিতভাবে এই বয়আত স্বীয় গুণাগুণের সঙ্গে মিলিত হয়ে এক মহান বিজয় অর্জন করেছিল। এই বিজয় কেবল এ কারণে নয় যে, এটি আগামী বিজয়ের দ্বার উন্মোচন করেছিল, বরং এজন্য যে এই বয়আত হতে মুহাম্মদী দ্বীনের কেন্দ্রবিন্দুস্বরূপ ইসলামের এই আত্মোৎসর্গকারীদের সত্তা মহা আড়ম্বরতার সাথে প্রকাশে এসেছিল। হুযুর (আই.) বলেন, হুদায়বিয়ার অবশিষ্ট ঘটনা ইনশাআল্লাহ্‌ আগামীতে বর্ণনা করা হবে।

পরিশেষে হুযুর (আই.) বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দোয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, যেমনটি সবাই অবগত আছে যে, ইউরোপের পরিস্থিতিও দ্রুততার সাথে যুদ্ধের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ইউক্রেন এবং রাশিয়ার যুদ্ধের পরিধি বিস্তৃত হওয়ার আশঙ্কা বেড়েই চলছে। ইউরোপের বাকি দেশগুলিকেও হুমকি দেওয়া হচ্ছে। অধিকাংশ বুদ্ধিজীবি, শান্তিপ্রিয় লোক ও নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন। যা'হোক, দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন সকল আহ্মদী ও শান্তিপ্রিয় লোকদের যুদ্ধের মন্দ প্রভাব থেকে সুরক্ষিত রাখেন এবং এরা যেন যুদ্ধে এমন অস্ত্র ব্যবহার না করে যার ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়।

মুসলমান দেশগুলোর জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্তা'লা তাদেরকে বিবেক-বুদ্ধি দিন এবং তারা যেন সত্য অনুধাবন করতে পারে। এরপর হুযুর বলেন, আমি এ কথা স্মরণ করাতে চাই যে, যেভাবে দ্রুততার সাথে পৃথিবীর অবস্থা খারাপ হয়েছে এবং খারাপ হচ্ছে, এ দিকে মানুষের দৃষ্টি রয়েছে, তথাপি আমি পুনরায় স্মরণ করাতে চাই যে বাড়িতে দুই তিন মাসের খাদ্যশষ্য মজুদ রাখার চেষ্টা করুন। অধিকন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আল্লাহ্তা'লার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করুন, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করুন, তাঁর সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করুন। আল্লাহ্তা'লা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন, আমিন।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

22 November 2024

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission

.....*P.O*.....

Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat